আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল আজমের ৬৭ তম জন্মবাষিকী পালন

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক কবি,সাহিত্যিক,নাট্যব্যাক্তিত্য হামিদুল ইসলাম আজমের ৬৭ তম জন্মবার্ষিকি পালিত হয়েছে।

দুপুর ২ টার দিকে আলমডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে জন্মদিন পালন অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পপরিষদের সাধারন সম্পাদক আ,ফ,ম সিরাজ সামজী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কবি আব্দুল কাদের। তিনি বলেন হামিদুল ইসলাম আজম একজন বহুমুখি প্রতিভার
নাম,সেএকাধারে,নাট্যাভিনেতা,নাট্যকার,কবি,সাহিত্যিক,সাংবাদিক,প্রাবন্ধিক, ফুটবলার,বাচিক শিল্পি, সংগঠক,রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব সহ বহুমুখি প্রতিভার অধিকারি।আমি দীর্ঘদিন থেকে তাকে দেখছি,সাংবাদিক হিসেবে।

সাহিত্য পরিষদ গঠন করার বেশ কিছুদিন পর আজম সাহেব আমাদের সাথে যোগ দেয়,আজ বলতে দ্বিধা নেই হামিদুল আজম সাহিত্য পরিষদে যোগ দেবার পর সাহিত্য পরিষদ গতিশীল হয়েছে।আমি তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার,আলমডাঙ্গা সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ডাঃ অমল কুমার। ,আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরি উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মাথাভাঙ্গা ব্যুরোপ্রধান রহমান মুকুল,যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও পশ্চিমাঞ্চলের ব্যুরো প্রধান প্রশান্ত বিশ্বাস,সিনিয়র সাংবাদিক আকাশ খবরের ব্যুরো প্রধান ফিরোজ ইফতেখার,গাঙচিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি কবি জামিরুল ইসলাম খান, সাধারন সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার,কবি ও প্রকাশসক কিশোর কারুনিক,ব্যাংক এশিয়ার শাহাবুল ইসলাম,সাংবাদিক শরিফুল

ইসলাম,সাংবাদিক তানভীর আহম্মেদ সোহেল,বৈশাখি টিভির ক্যামেরাম্যান সাহরিয়ার মানিক,কবি হাসিনা হারভীয়া প্রমুখ।

কবি হামিদুল ইসলাম আজম তার অনুভুতি ব্যাক্ত করতে গিয়ে জানান,আমি ছোট বয়স থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ি।বিশেষ করে নাটকের প্রতি আমার বরাবরই ঝোক ছিল।নাটক লেখা,মঞ্চ করা,রেডিও নাটক করা,টেলিভিশনে নাটক করার শখ ছিল,সবই একে একে করেছি,কিন্ত বয়সটা ততোদিনে অনেকদুর গড়িয়ে গেছে,ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে চাকরি করেছি,মাত্র ১৪বছর ৭মাস বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে চলে গেছি।আজ বয়স বেড়েছে,কিন্ত মনের জোরে এখনও সব কাজ করে বেড়াচ্ছি।আরো বক্তব্য রাখেন হাটবোয়ালিয়া কলেজের সহকারি অধ্যাপক কবি আসিফ রহিম জোয়ার্দার,কবি মহসিন আলী চান্দ, কবি অহর আলী,প্রমুখ।

সভায় কেক কেটে শুভ জন্মদিন পালন করা হয়,পরে মনজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের আয়োজন করা হয়েছে।

দু’দেশের নো ম্যান্স ল্যাল্ডে মৃত মায়ের মুখ দেখলেন মেয়ে

মায়ের বাড়ি ভারতে হলেও মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশে। বিয়ের পর কয়েক বার দেখা হয়েছে মা ও মেয়ের মধ্যে। সেই কবে থেকে মায়ের মুখটা দেখার জন্য, তার মুখের কথা শোনার জন্য, একটু হাতের পরশ পাওয়ার জন্য বারবার মনটা কাঁদতো মেয়ে আমিরা খাতুনের। কিন্তু দেখা হয়নি দীর্ঘদিন। কাটা তারের বেড়া যেনো তাদের সেই ভালবাসায় বাঁধা হয়েছিল। কিন্তু সেই বাঁধা দুর হলো মায়ের মৃত্যুর পর।

মৃত মায়ের মুখটা এক নজর দেখার আবেদন করেছিলেন মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের উজ্জল শেখের স্ত্রী মোছাঃ আমিরা খাতুন (৪০)।

তার এই মানবিক আবেদনে সাড়া দেন উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ভারতীয় ভূখন্ডে মুত্যুবরণকারী মা ওয়াছন বিবি (৯০) এর লাশ শেষ দর্শনের জন্য মানবিক উদ্যোগ নেয় বিজিবি-বিএসএফ।

শনিবার (১৯ নভেম্বর) বিকালে ৬ ব্যাটালিয়নের অধিনস্থ মুজিবনগরের আনন্দবাস বিওপির সীমান্তের মেইন পিলার ১০১ এর নিকট ভারতের অভ্যন্তরে তার মা ভারতীয় নাগরিক ওয়াছন বিবি (৯০) এর মরদেহ দেখার সুযোগ করে দেন। এসময় মৃতের নিকট আত্মীয় স্বজনরাও উপস্থিতি ছিলেন।

আজ রবিবার (২০ নভেম্বর) বিকালে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি প্রেসনোটের মাধ্যমে এতথ্য নিশ্চিত করেন।

বিজিবির পাঠানো প্রেস নোটে জানা গেছে, ভারতের নদীয় জেলার চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামের ওয়াছন বিবি (৯০) বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যায়। ভারতীয় ভূখন্ডে মুত্যুবরণকারী মাকে শেষ দেখার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিজিবি-বিএসএফ এর সমন্বয়ে মানবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

তিনি বলেন, উভয় দেশের সীমান্তে শান্তি, সস্প্রীতি এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সু-সম্পর্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিজিবি-বিএসএফ এর মানবিক কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে উভয় দেশের সীমান্তে বসবাসরত সীমান্তবর্তী জনগণের মধ্যে সুম্পর্ক উন্নয়ন সাধিত হবে এবং ভবিষ্যতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।
এছাড়াও উভয় সীমান্তে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্ত অপরাধ হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদকের ৫ বছর জেল

মারামারি মামলায় গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টুকে (৩৫) ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুর চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর

সিদ্দিক এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

দন্ডিত জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টু গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে এবং উপজেলা জাতীয় পার্টির (এরশাদ গ্রুপ) এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জানা গেছে, গাংনীর চেংগাড়া গ্রামের ঈদগাহ কমিটি গঠণ নিয়ে ২০১৪ সালে চেংগাড়া বাজারের উপর প্রতিপক্ষ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল বারীর লোকজনের সাথে সংঘর্ষ হয়। এঘটনায় আব্দুল বারী বাদী হয়ে জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টুকে প্রধান করে ৮ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১৭২/১৪ ইং।

মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। মামলার ৫ জন আসামি জামিনে মুক্ত হলেও মিন্টুসহ তিনজন আসামি জামিন নেননি। পলাতক থাকায় আদালতে এই তিন আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে।

মামলায় ৩২৬ ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় প্রধান আসামি মিন্টুকে ৫ বছরের কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ মাসের কারাদন্ড দিয়েছে।

মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন ও রাস্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট সাথি বোস মিরা।

উল্লেখ্য, জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টুর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অপহরণ, চুরি, ডাকাতিসহ হাফ ডজন মামলা রয়েছে বলে থানা সূত্র জানিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ সদস্যেদের পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের

উদ্বোধন

বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যের পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত নায়েক ও কনস্টেবলদের দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের ৮ম ব্যাচের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম (বার), পিপিএম সার্বিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশের ১০৫টি ভেন্যুতে সকল পদমর্যাদার সদস্যদের নিয়ে গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে দশটার সময় ৮ম ব্যাচের সপ্তাহ ব্যাপি পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃআবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, আরআই পুলিশ লাইন্স চুয়াডাঙ্গা আমিনুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিনিধিসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রশিক্ষণার্থী পুলিশ সদস্যগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার হাঁপানিয়ায় বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত

‘বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি’ এই শ্লোগানকে সামনে আলমডাঙ্গার হাঁপানিয়ায় বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার দুপুর ২টায় উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের হাঁপানিয়া ক্যাম্প পুলিশের আয়োজনে ফাঁড়ি পুলিশ প্রাঙ্গণে এ বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল মো. আনিসুজ্জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে পুলিশের সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য বিট পুলিশিং কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে। ঘরে বসেই থানার সহযোগিতা পাবে বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে।

বিট পুলিশিং সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলিগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ এর এ্যাডঃ মোঃ বেলাল হোসেন পিপি, ডিআইও-১ আলমগীর হোসেন, জেলা গোয়েন্দা শাখার ইনচার্জ মোঃ শফিকুর রহমান, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলিগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলিগের সভাপতি হেলা মিয়া, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরোয়ার, বীরমুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান লাল্টু প্রমূখ।

হাঁপানিয়ায় বিট পুলিশিং সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম।

দামুড়হুদায় ৫০ কেজি মরিচ বিক্রি করেও কেনা যাচ্ছে না এক কেজি চাউল

দামুড়হুদা উপজেলায় মরিচের ন্যায্য মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত কৃষকরা। ৫০ কেজি মরিচ বিক্রি করেও কেনা যাচ্ছে না এক কেজি চাউল। ফসলের জমি থেকে মরিচ চাষিরা তাদের মরিচ সংগ্রহ করতে কেজিতে খরচ হচ্ছে ১০-১২ টাকা। ক্ষেত থেকে কেজি প্রতি মরিচ তুলতে চাষিদেরকে শ্রমিকদের দেওয়া লাগছে ৮-১০ টাকা।

বর্তমান সময়ে একজন চাষির মরিচ ক্ষেত থেকে মরিচ সংগ্রহ করে বাজারে নেওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখা যাচ্ছে। ফলে এখন মরিচের ক্ষেত থেকে চাষিরা মরিচ সংগ্রহ না করে আশপাশ এলাকার নারী,পুরুষ, শিশুরা দলে দলে চাষির মরিচের ক্ষেত থেকে মরিচ সংগ্রহ করছে।এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি যদি ১০ কেজি মরিচ তুলেন সেক্ষেত্রে জমির মালিককে ৫ কেজি দেওয়া লাগছে। মাঠ বাদেও চাষিরা তাদের জমি থেকে সব মরিচ গাছ তুলে নিয়ে গাড়ি যোগে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে।এরপর ঐ চাষির বাড়ির আশপাশের প্রতিবেশিদের খবর দিচ্ছে মরিচ নেওয়ার জন্য।

দামুড়হুদা উপজেলার মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী৷ মরিচের ক্ষেতে মরিচ তুলছেন একাধিক নারী – পুরুষ সহ শিশুরা।এসময় তাদের সাথে কথা হলে তাদের সকলেই জানিয়েছেন, বাজারে মরিচের দাম খুবই কম। ফলে জমির মালিকরা মরিচ তুলছেন না। জমি থেকে মরিচ ছুড়াতে যা খরচ হচ্ছে তাতে করে চাষির পকেট থেকে টাকা যাচ্ছে।সে কারনে তারা মরিচ না তুলে, মরিচ গাছ কেটে ফেলছেন, আবার কোন কোন এলাকাতে জমিতেই রেখে দিচ্ছেন গাছ।

মুরাদ হোসেন নামের এক মরিচ চাষি বলেন, প্রতিবারের মতন এবার তার মরিচ গাছ ছিলেন।শুরুতেই তিনি ৬-৭ কেজি ঝাল ২১০ টাকা দরে বিক্রি করতে পারলেও গাছে ঝাল না আসার কারণে পরবর্তীতে আর দাম পাননি। চলতি মাসের প্রথম দিকে দর্শনা পাইকারি কাঁচা বাজারে ১৫ টাকা দরে ৫০ কেজি মরিচ বিক্রি কেিরেছলেন তিনি। দাম পেয়েছিলেন ৭৫০ টাকা। এর মধ্যে জমি থেকে ঝাল সংগ্রহ করতে শ্রমিক খরচ লাগছিলো ১০ টা কেজি অনুযায়ী ৫’শ টাকা, বাজার পর্যন্ত ঝাল বিক্রির জন্য নেওয়ার পরিবহন ভাড়া ৫০ টাকা, হাটের খাজনা মিটিয়ে ১’শ থেকে ২’ শ টাকা পকেটে আসছিলেন। কিন্তু এখন বাজারে ৫০ কেজি বাদেই দিলাম ১’শ কেজি মরিচ যদি বাজারে নেন তাহলে সব খরচ মিটিয়েও বাজের সর্বনিম্ন চালও ১ কেজি কেনা বড় দায় হবে।

মলিন প্রায় মুজিবনগর আম্রকানন

ফিরে পাবে নব যৌবন

স্বাধীনতার সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগরের আমবাগানের পরিচর্যা, রক্ষনা-বেক্ষণ ও উদ্ভিদ সমূহ সংরক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে ৮৬ লাখ টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি আবেদন পাঠানোর পর গত ১৬ নভেম্বর কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক মুজিবনগরে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন।
১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর আম্রকাননে বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার গঠণের মধ্য দিয়ে এই মুজিবনগর আম্রকাননটি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিণত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস জানতে সারাদেশ থেকে প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীসহ নানা বয়সী দর্শনার্থী আসেন। স্বাধীনতার তীর্থভূমি মুজিবনগরে গড়ে উঠেছে স্মৃতিশোধ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স। আর বিশাল আয়তনের এই আম্রকাননে জুড়ে ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার নানা ইতিহাস।

তথ্যমতে, প্রায় ৩০ একর আয়তনের এই আম্রকাননে অতীতে ১২৬০ টি আম গাছ থাকলেও বর্তমানে গাছ রয়েছে ১১০৭ টি। আম্রকাননের অধিকাংশ গাছ শতবর্ষী হওয়ায় গাছগুলি মারা গেছে। দূর্বল হয়ে পড়েছে বেশ কিছু গাছ। এছাড়া আগাছা জন্মানো ও গাছের ঘনত্ব বেশী হওয়ায় পর্যাপ্ত পুষ্টিও পাচ্ছেনা গাছগুলো। এসব কারনে মনোমুগ্ধকর ও ঐতিহ্যবাহী বাগানটি তার সৌন্দর্য হারিয়ে দিন দিন মলিন হয়ে পড়েছে।

বাগানটির নানা দিক বিবেচনা করে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি একটি পরামর্শক কমিটি গঠণ করেন। পরামর্শক কমিটিতে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপরিচালক (ডিডি)’র নেতৃত্বে একটি পরামর্শক কমিটি গঠণ করা হয়। সেখানে বারাদী হর্টিকালচারের উপপরিচালক ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সদস্য রাখা হয়। সেই কমিটির সদস্যরা সরেজমিনে পরিদর্শন করে গাছগুলোর যথার্থ পরিচর্যার জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী দুটি পরিকল্পনা দাখিল করেন।

স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনায় রয়েছে স্থানীয় অর্থায়নে গোবর ও

অন্যান্য জৈব সার প্রয়োগ করার কথা এবং দীর্ঘ মেয়াদী বাস্তবায়নের লক্ষে আম্রকাননে উন্নত সেচ ব্যবস্থা সংযোজন, আগাছা পরিস্কার, সমন্বিত সার ও কিটনশক প্রয়োগসহ নানা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এসব প্রস্তাব বাস্তবায়নে ৮৬ লাখ ৮৪ হাজার টাকা ব্যায় ধরা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক আম্রকাননটি ফিরে পাবে নব যৌবন। ইতোমধ্যে গত ১৬ নভেম্বর সকালের দিকে কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫ জন

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ জন গ্রেফতার হয়েছে।শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (২০ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত ২ টি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ রবিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পদ মর্যাদা ভিত্তিক ৭ দিন ব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সদস্যদের পদ মর্যাদা ভিত্তিক ৭ দিন ব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স ৭ম ব্যাচ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে শনিবার (১৯ নভেম্বর) ৭ম ব্যাচের এই দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম। এসময় উপস্থিত ছিলেন,এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার। বাংলাদেশ পুলিশের ৩৫ জন নায়েক,কনস্টেবলদের মাঝে এক সপ্তাহ মেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের ৭ম ব্যাচের উদ্বোধন করা হয়।
এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), অপু সরোয়ার, প্রশিক্ষকবৃন্দ, আরআই, আরও-১, রিজার্ভ অফিস।

গাংনীতে অধ্যাপক আব্দুর রশিদ রচিত গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

গাংনীতে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে অধ্যাপক আব্দুর রশিদ রচিত “অগ্নি যুগের অগ্নিসেনা বিপ্লবীদের বীর গাঁথা” বইটির মোড়ক উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার রাত ৮ টার সময় গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে বইটির মোড়ক উন্মোচিত করা হয়। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা লেখক-পাঠক ফোরাম এই বই উৎসবের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা লেখক-পাঠক ফোরামের আহবায়ক সিরাজুল ইসলাম।
প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলা একাডেমী শিশু সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক সহকারী অধ্যাপক রফিকুর রশীদ।

প্রভাষক মুরাদ হোসেনের সঞ্চালনায় বই উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ